আগস্টের ষড়যন্ত্রকারীদের অপচেষ্টা আজও চলমান: ওবায়দুল কাদের

আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক সড়ক পরিবহন ও সেতুমন্ত্রী ওবায়দুল কাদের বলেছেন, ১৫ ও ২১ আগস্টের ষড়যন্ত্রকারীদের অব্যাহত অপচেষ্টা আজও চলমান, উন্নয়ন-অগ্রযাত্রা বিরোধী এই অপশক্তি সম্পর্কে সকলকে সতর্ক থাকতে হবে।

তিনি গতকাল রাতে যুক্তরাজ্য শাখা আওয়ামী লীগ আয়োজিত সম্প্রতি আওয়ামী লীগের প্রয়াত নেতাদের অকাল মৃত্যুতে এক স্মরণসভায় একথা বলেন। ওবায়দুল কাদের তার সরকারি বাসভবন থেকে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে স্মরণসভায় যুক্ত হন।

তিনি প্রয়াত আওয়ামী লীগ নেতা মোহাম্মদ নাসিম, এডভোকেট সাহারা খাতুন, শেখ আবদুল্লাহ, বদরুদ্দীন আহমেদ কামরানসহ অন্যান্য নেতাদের আত্মার শান্তি কামনা করে বলেন, তাদের অবদান দেশ ও জাতি শ্রদ্ধাবনত চিত্তে আজীবন স্মরণ করবে।
ওবায়দুল কাদের বলেন, শেখ হাসিনার সহযোদ্ধা হিসেবে তারা আজীবন নিরলস কাজ করে গেছেন দল ও জাতির জন্য। হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি, স্বাধীনতার স্থপতি সার্বভৌম মানচিত্রের চিত্রকর বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে এই আগস্টে হারিয়েছে জাতি উল্লেখ করে আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক বলেন, আগস্ট মানে হারানোর বেদনা হায়েনাদের অট্টহাসি আর ষড়যন্ত্রের গন্ধ।

ওবায়দুল কাদের বলেন, আওয়ামী লীগ একটি ঊীঃবহফবফ পরিবার, দেশ বিদেশে যেখানেই এ পরিবারের সদস্যগণ অবস্থান করুক-প্রত্যেকের সাথে প্রত্যেকেই বিনিসুতার মালার মত অবিচ্ছেদ্য এক বন্ধনে আবদ্ধ।
তিনি বলেন, জাতির আদর্শের ঠিকানা জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান আর আস্থার বাতিঘর দেশরত্ন শেখ হাসিনা। যে যেখানেই জীবন-জীবিকার প্রয়োজনে অবস্থান করুক না কেন সবাই হৃদয়ের গভীরে লালন করে লাল সবুজের বাংলাদেশ।

ওবায়দুল কাদের বলেন, জাতির চেতনার উৎসমূলে ‘আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালোবাসি’, আমাদের স্বপ্নের সোনালী দিগন্ত জুড়ে আলো ছড়ায় বঙ্গবন্ধু কন্যার দেখানো সমৃদ্ধ বাংলাদেশের স্বপ্ন।

তিনি বলেন, আমরা সমৃদ্ধি অর্জনের পথ ধরে হাঁটি আর সে পথ নকশায় বিশ্বাসের অফুরন্ত শক্তি যোগায় ডিজিটাল বাংলাদেশ, যার রূপকার নতুন প্রজন্মের অহংকার সজীব ওয়াজেদ জয়।

সড়ক পরিবহন ও সেতুমন্ত্রী ওবায়দুল কাদের বলেন, বিশ্ব আজ এক কঠিন সময় পার করছে, উত্তর গোলার্ধ থেকে দক্ষিণে বিষুব রেখার প্রান্তজুড়ে ঘন অমানিশা। করোনা মহামারী স্থবির করে দিয়েছে প্রাণোচ্ছল পৃথিবীকে, গোটা বিশ্ব হিমসিম খাচ্ছে সংক্রমণ নিয়ন্ত্রণ ও আক্রান্ত মানুষকে বাঁচাতে।

মন্ত্রী বলেন, বাংলাদেশের অনেক সীমাবদ্ধতার পরও অসীম সাহসিকতায় মোকাবিলা করছে এ মহামারি। আমরা আমাদের শক্তি ও মনোবল অর্জন করেছি বারবার মৃত্যুর মঞ্চ থেকে ফিরে আসা হিমালয়সম এক সাহসী ও মানবিক নেতৃত্ব থেকে, যার নাম প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা।

তিনি বলেন, তার দক্ষতা, দূরদর্শিতা এবং সঠিক সময়ে সঠিক সিদ্ধান্তগ্রহণ ও বাস্তবায়নের ফলে বিশেষজ্ঞদের সকল পূর্বাভাস ভুল প্রমাণ করে সংক্রমণ এখনো আমাদের নিয়ন্ত্রণে।
ওবায়দুল কাদের যুক্তরাজ্য আওয়ামী লীগ নেতাদের ঐক্যবদ্ধ থাকার আহ্বান জানিয়ে বলেন, শেখ হাসিনা সরকারের বিরুদ্ধে যে অপপ্রচার চালানো হচ্ছে তার বিরুদ্ধে সোচ্চার থাকুন এবং সরকারের ইতিবাচক অর্জনগুলো তুলে ধরে তা প্রচার করুন।

স্মরণসভায় যুক্তরাজ্য শাখা আওয়ামী লীগের সভাপতি সোলতান শরিফ ও সাধারণ সম্পাদক সাজিদুর রহমান ফারুকসহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ বক্তব্য রাখেন। সূত্র-যুগান্তর

দেশে হিন্দু বৌদ্ধ মুসলমান খ্রিস্টান কোনো ভেদাভেদ নেই:

তথ্যমন্ত্রী

আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ও তথ্যমন্ত্রী ড. হাছান মাহমুদ বলেছেন, বাংলাদেশে ধর্ম যার যার উৎসব কিন্তু সবার। আমাদের দেশে হিন্দু বৌদ্ধ মুসলমান খ্রিস্টান কোনো ভেদাভেদ নেই।

তিনি বলেন, আজকে মুসলমানদের কোরবানির ঈদ উদযাপিত হচ্ছে, আজকে সবার ঈদ উৎসবের সময়। আমরা গ্রামে সকল ধর্মের মানুষ মুসলমান হিন্দু-বৌদ্ধ-খ্রিস্টান একসঙ্গে ভাই ভাই হিসেবে বড় হয়েছি। এটি সমগ্র বাংলাদেশের চিত্র। কিন্তু আমাদের গ্রামে এই সম্প্রীতি অন্যান্য জায়গার তুলনায় আরও বেশি। আমাদের এখানে কখনো কোন ভেদাভেদ ছিলনা, ভবিষ্যতেও থাকবে না, কেউ চেষ্টা করলেও সেটা নষ্ট করতে পারবে না।

রোববার (২ আগস্ট) সন্ধ্যায় চট্টগ্রামের রাঙ্গুনিয়া উপজেলায় তথ্যমন্ত্রীর গ্রামের বাড়ি সুখবিলাস ভগবানপুর ধর্ম্মাংকুর বৌদ্ধ বিহারে জ্ঞাতি সমাবেশে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন।

রাঙ্গুনিয়া বৌদ্ধ জনসাধারণবৃন্দের আয়োজনে অনুষ্ঠিত জ্ঞাতি সমাবেশে সভাপতিত্ব করেন সুখবিলাস ধর্ম্মাংকুর বৌদ্ধ বিহারের অধ্যক্ষ প্রজ্ঞাজ্যোতি মহাস্থবীর। এতে বিশেষ অতিথি ছিলেন বৌদ্ধ ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্টের সাবেক ভাইস চেয়ারম্যান স্বজন কুমার তালুকদার, রাঙ্গুনিয়া বৌদ্ধ কৃষ্টি প্রচার সংঘের সভাপতি জ্ঞানবংশ মহাথের, উর্ধ্বতন সভাপতি পরমানন্দ মহাথের এমএ, বাটাপাহাড় সার্বজনিন শালবন বিহার অধ্যক্ষ সুমনতিষ্য থের, ফলহারিয়া সদ্ধর্মলঙ্কার বৌদ্ধ বিহারের অধ্যক্ষ দেবময় ভিক্ষু, পশ্চিম শিলক বনরত্ন বিহারের অধ্যক্ষ সিদ্ধার্থ বংশভিক্ষু, মাষ্টার রঞ্জন বড়ুয়া, আশীষ বড়ুয়া, অধীর বড়ুয়া, রাজন তালুকদার শিবলু, বিধু মুৎসুদ্দী, টিটু বড়ুয়া প্রমুখ।

ড. হাছান মাহমুদ বলেন, বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের যখন প্রবারণা পূর্ণিমা অনুষ্ঠিত হয় তখন ফানুস উড়ানো হয়। তখন কিন্তু শুধু বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের মানুষ নয়, সবাই মিলে ফানুস উড়ান। সবাই কিন্তু সেই উৎসবে শামিল হয়। আমাদের যখন ঈদ উৎসব হয় তখন মুসলমানদের বাড়িতে হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান সবাই যান। এটাই আমাদের দেশের ঐতিহ্য। এই ঐতিহ্য যুগ যুগ ধরে চলে আসছে।

তথ্যমন্ত্রী নিজ গ্রামের এই বৌদ্ধ বিহারের স্মৃতি রোমন্থন করে বলেন, ছোটবেলা থেকে আমি এই বিহারে আসতাম। এখানে আসলে বৌদ্ধ বিহারের যিনি অধ্যক্ষ ছিলেন তিনি আমাদের চকলেট দিতেন, নাড়ু ও বাতাসা খাওয়াতেন, আমাদের মত বাচ্চাদের দেখলে নানা ধরনের আপ্যায়ন করতেন। তখনকার যেসব ভিক্ষুরা ছিলেন তাদের আমি পায়ে ধরে সালাম করতাম। বর্তমানেও যিনি আছেন তিনিও প্রায় আমার বাবার বয়সি। উনিও আমার পিতৃতুল্য শ্রদ্ধাভাজন।

সুখবিলাস ভগবানপুর ধর্ম্মাঙ্কুর বিহারটি ১৯০২ সালে প্রতিষ্টিত হয়েছে উল্লেখ করে তথ্যমন্ত্রী বলেন, এটি ১১৮ বছর আগের পুরনো বৌদ্ধ বিহার। এই বিহারসহ আশপাশের বিহারগুলোর উন্নয়নে আমি অনেক কাজ করেছি। আমি মনে করি এটা আমার গ্রামের বৌদ্ধ মন্দির মানে আমার মন্দির। এবারও এই বিহারসহ পাশের দুই বিহারের জন্য বরাদ্দ দেয়া হয়েছে। এভাবে রাঙ্গুনিয়ার প্রতিটি বৌদ্ধমন্দির একাধিকবার বরাদ্দ পেয়েছে।

তিনি বলেন, এই বিহারে আরও দুটি সোলার লাইটের ব্যবস্থা করা হয়েছে। এর বাইরে আরো কিছু প্রয়োজন থাকলে সেটিও কাজ করা হবে। অনুষ্ঠান শেষে মন্ত্রী পাশের সুখবিলাস সার্বজনীন লুম্বীনিকানন বৌদ্ধ বিহার পরিদর্শন করেন এবং বৌদ্ধ ধর্মের নেতাদের নিয়ে ফানুস উড়ান।
এর আগে বিকালে তথ্যমন্ত্রী রাঙ্গুনিয়ার চন্দ্রঘোনা চক্ষু হাসপাতাল এর ফিতা কেটে উদ্বোধন করেন।

সূত্র-যুগান্তর

৬০ ভাগ কোভিড বেড খালি: স্বাস্থ্যমন্ত্রী

স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রী জাহিদ মালেক বলেছেন, সরকার যথার্থ উদ্যোগ নেয়ায় দেশের কোভিড হাসপাতালগুলোতে এখন ৬০ ভাগ শয্যা খালি পড়ে আছে। কোভিড ডেডিকেটেড (করোনা রোগীদের জন্য নিবেদিত) অর্ধেক আইসিইউ বেডে কোন রোগী নেই। শুরুতে পরিস্থিতি

বুঝতে কিছুটা সময় লাগলেও এখন দেশের চিকিৎসাখাত কোভিড-১৯ চিকিৎসায় সঠিক অবস্থানেই রয়েছে।

বৃহস্পতিবার সকালে সচিবালয়ের স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষে স্বাস্থ্য শিক্ষা বিভাগের সঙ্গে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন।

হাসপাতালে কোভিড-১৯ রোগী সংখ্যা কম থাকা প্রসঙ্গে স্বাস্থ্যমন্ত্রী বলেন, কোভিড-১৯ মোকাবেলায় সরকার দ্রুত কিছু উদ্যোগ নিতে সক্ষম হয়েছে। প্রথম দিকে কেবলমাত্র ঢাকা মেডিকেল কলেজে সেন্ট্রাল অক্সিজেন ব্যবস্থা চালু ছিল। এখন জেলা শহরেও সেন্ট্রাল অক্সিজেন ব্যবস্থা চালু করাসহ প্রায় ৭০টি হাসপাতাল সেন্ট্রাল অক্সিজেন ব্যবস্থা করা হচ্ছে। আমাদের টেলি মেডিসিন ব্যবস্থার মাধ্যমে শত শত চিকিৎসক অনলাইনে কোভিড-১৯ রোগীদের চিকিৎসা সেবা দিয়ে যাচ্ছে। পাশাপাশি, বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার নির্দেশনা অনুযায়ী নতুন কিছু কার্যকরী চিকিৎসা সেবা কোভিড ডেডিকেটেড হাসপাতালগুলোতে দেয়া হচ্ছে। এর ফলে, দেশে ধীরে ধীরে আক্রান্তের হার কমতে শুরু করেছে।

কোভিড পরীক্ষা সংখ্যা কেন কমে যাচ্ছে এমন এক প্রশ্নের জবাবে স্বাস্থ্যমন্ত্রী বলেন, পরীক্ষা করতে মানুষের অনীহা, বন্যা দুর্যোগ ও যত্রতত্র লক্ষণবিহীন পরীক্ষা না করতেই কিছুটা কমে থাকতে পারে। শিগগিরই সামনে ৩০ হাজার নার্স নিয়োগ করা হবে বলেও সভায় তিনি উল্লেখ করেন। সূত্র-যুগান্তর

গাংনী জুগিন্দার জাফর আলী মেম্বর আর নেই

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার জুগিন্দা গ্রামের জাফর আলী মেম্বর আর নেই। বৃহস্পতিবার সকালে নিজ বাড়িতে তিনি শেষ নি:স্বাস ত্যাগ করেন। ইন্নালিল্লাহি অইন্নাইলাহি রাজিউন।

দীর্ঘদিন ধরে তিনি শারীরীক নানা অসুখে ভুগছিলেন।

আজ বৃহস্পতিবার বিকাল তিনটার দিকে তার জানাযা নামাজ অনুষ্ঠিত হবে।

জাফর আলী ধানখোলা ইউনিয়নের ৩নং ওয়ার্ডের পাঁচ বারের মেম্বর। রাজনৈতিক জীবনে তিনি আওয়ামী লীগের জনপ্রিয় নেতা হিসেবে পরিচিতি।

ধানখোলা ইউনিয়ন ‘খ’ ইউনিটি আওয়ামী লীগের সভাপতি ছিলেন জাফর আলী।

তার মৃত্যুতে এলাকায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে।

আওয়ামী লীগের আয় ৩৫ ভাগ বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৫০ কোটিতে

২০১৯ সালের শেষে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের সর্বমোট অর্থের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ৫০ কোটি ৩৭ লাখ ৪৩ হাজার ৫৯৩ টাকা। এর মধ্যে নগদ আছে ৫ লাখ ১৩ হাজার ৭১৭ টাকা এবং ব্যাংকে জমা আছে ৫০ কোটি ৩২ লাখ ২৯ হাজার ৮৭৬ টাকা। এর মধ্যে ৪০ কোটি টাকার এফডিআর রয়েছে। এই পঞ্জিকাবর্ষে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের আয় শতকরা ৩৫ ভাগ বৃদ্ধি পেয়েছে।

বুধবার দুপুরে আগারগাঁও নির্বাচন কমিশন অফিসে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের আয়-ব্যয়ের হিসাব-২০১৯ বর্ষপঞ্জি এবং গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ ১৯৭২ এ বিষয়ের উপর লিখিত মতামত জমা দান করা হয়। এরপর সাংবাদিকদের সাথে কথা বলেন আওয়ামী লীগের প্রচার ও প্রকাশনা সম্পাদক ড. আবদুস সোবহান গোলাপ ও আওয়ামী লীগের দপ্তর সম্পাদক ব্যারিস্টার বিপ্লব বড়ুয়া।

২০১৮ সালে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের তহবিলে নগদ ছিল ৩ লাখ ৩৮ হাজার ৯৬৮ টাকা। সে সময় ব্যাংক হিসাবে জমা ছিল ৩৭ কোটি ৫২ লাখ ৬৪ হাজার ৮৭০ টাকা। ২০১৮ সালে সর্বমোট অর্থ ছিল ৩৭ কোটি ৫৬ লাখ ৩ হাজার ৮৩৮ টাকা। ২০১৯ সালে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের আয় হয়েছে সর্বমোট ২১ কোটি দুই লাখ ৪১ হাজার ৩৩০ টাকা।

এ সময়ে যে সকল খাত থেকে আয় হয়েছে তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো

নমিনেশন ফরম বিক্রি বাবদ ১২ কোটি ৩২ লাখ ৩০ হাজার টাকা। সম্মেলন বাবদ প্রাপ্ত ৩ কোটি দুই লাখ ৫৫ হাজার ৮০০ টাকা। ব্যাংক লভ্যাংশ বাবদ ২ কোটি ৩৩ লাখ ৭৫ হাজার ২২৩ টাকা। সংসদ সদস্যদের প্রদেয় চাঁদা বাবদ এক কোটি ৭ লাখ ৬৪ হাজার টাকা।

এছাড়া কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্যদের মাসিক চাঁদা, জেলাভিত্তিক প্রাথমিক সদস্য সংগ্রহ চাঁদা ও প্রাথমিক সদস্য ফরম বিক্রি, কেন্দ্রীয় কার্যালয়ের হলভাড়া, পত্রিকা প্রকাশনা ও বিজ্ঞাপন (উত্তরণ) এবং পুস্তক বিক্রিসহ অন্যান্য খাত থেকে বাকি আয় হয়েছে।

২০১৯ সালে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের সর্বমোট ব্যয় হয়েছে ৮ কোটি ২১ লাখ ১ হাজার ৫৭৫ টাকা। যেসকল খাতে ব্যয় হয়েছে তার মধ্যে উল্ল্যেখযোগ্য হল: জাতীয় সম্মেলন বাবদ তিন কোটি ৪৩ লাখ ১৪ হাজার ৮০০ টাকা। কর্মচারীদের বেতন, বোনাস, আপ্যায়ন ও অন্যান্য খরচ বাবদ ১ কোটি ১৩ লাখ ৭৭ হাজার ৭০০ টাকা। বিভিন্ন অনুষ্ঠান বাবদ ব্যয় ১ কোটি ১৮ লাখ ১৮ হাজার ৮৬৫ টাকা। সভাপতির কার্যালয়ে ভাড়া বাবদ ৫৫ লাখ টাকা।

এছাড়া নির্বাচন পরিচালনা অফিস রক্ষণাবেক্ষণ, ত্রাণ কার্যক্রম, উত্তরণ পত্রিকা প্রকাশনা ও সংশ্লিষ্ট বিষয়াদি, বিভাগীয় জেলা জনসভা ও দলীয় অন্যান্য কার্যক্রম পরিচালনা, বিজ্ঞাপন ও পোস্টার প্রকাশনা, সাংগঠনিক খরচ, কেন্দ্রীয় কার্যালয়ের সার্ভিস চার্জসহ অন্যান্য খাতে বাকি অর্থ ব্যয় হয়েছে।

সূত্র- বিডি প্রতিদিন

‘সুষ্ঠু’ ভোট হলে আওয়ামী লীগের পাত্তা থাকবে না: রিজভী

সুষ্ঠু নির্বাচনকে আওয়ামী লীগ জাদুঘরে পাঠিয়ে দিয়েছে বলে মন্তব্য করেছেন বিএনপির সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবির রিজভী। তার দাবি– দেশে এখন ‘সুষ্ঠু’ নির্বাচন হলে আওয়ামী লীগের পাত্তা থাকবে না।

ঈদ সামনে রেখে রাজধানীর নয়াপল্টনে বিএনপির কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে জাতীয়তাবাদী সামাজিক সাংস্কৃতিক সংস্থা-জাসাসের উদ্যোগে এক অনুষ্ঠানে তিনি এসব কথা বলেন।

রিজভী বলেন, ‘সুষ্ঠু নির্বাচনকে তারা জাদুঘরে পাঠিয়ে দিয়েছে। আওয়ামী মার্কা নির্বাচন, হাসিনা মার্কা নির্বাচন; সেই নির্বাচনে ভোটার দরকার পড়েনি, সেই নির্বাচনকে তারা প্রতিষ্ঠিত করেছে।’

তিনি বলেন, সে কারণেই দেশে এখন নাগরিক স্বাধীনতা, মতপ্রকাশের স্বাধীনতা নেই। মতপ্রকাশের স্বাধীনতা থাকলে তো কথা বলবে। এই যে অন্যায়, অনাচার, এই যে জিকেজি, রিজেন্ট হাসপাতাল, এই যে করোনার জাল সার্টিফিকেট– এগুলোর বিরুদ্ধে মানুষ সোচ্চার হবে, রাস্তায় নামবে।

‘সে কারণে গণতান্ত্রিক অধিকার, যে অধিকারের জন্য ছাত্র-জনতা এত রক্ত দিয়েছে, তারা ক্ষমতায় এসে প্রথমেই টার্গেট করে সেই গণতন্ত্রকে’-যোগ করেন রিজভী।

করোনাভাইরাস মহামারীতে ক্ষমতাসীনরাই ‘সুখে আছে’ বলে মন্তব্য করেন বিএনপির সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব। বলেন, ‘তারা চলে যাচ্ছে দেশের বাইরে ভালো থাকার জন্য। শুনেছি তাদের অনেকেরই কানাডায় বেগমপল্লীতে বাড়ি আছে, কারও নাকি সেকেন্ড হোম মালয়েশিয়ায়। এর মধ্য দিয়ে তারা অত্যন্ত সুখে আছেন।

ক্ষমতাসীন নেতারা বহু টাকা পাচার করেছেন এমন অভিযোগ করে বিএনপির এ নেতা বলেন, গত ১১ বছর ক্ষমতায় থেকে আওয়ামী লীগের অনেকেই অনেক টাকা করেছেন। অনেকে টাকা দেশের বাইরে নিয়ে চলে গেছেন। সেগুলো তো সুখে-শান্তিতে থাকার জন্য।

বিএনপি নেতাকর্মীদের ওপর ‘নিপীড়নের চিত্র’ তুলে ধরে দলটির সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব বলেন, বিএনপি করলে এখন কষ্টের সীমা থাকে না। তার চাকরি থাকবে না, তার জীবনযাপন থাকবে না, তার কিছুই থাকবে না। সে বাড়িতে থাকতে পারবে না, এলাকায় থাকতে পারবে না, তার পরিবারের সঙ্গে থাকতে পারবে না, ঈদের মধ্যেও বাড়িতে যেতে পারবে না। তাকে অসংখ্য মামলা দিয়ে এলাকাছাড়া, গ্রামছাড়া করা হবে।

জাতীয়তাবাদী স্বেচ্ছাসেবক দলের সভাপতি শফিউল বারী বাবুর অকাল মৃত্যুর কথা তুলে ধরে বিএনপির জ্যেষ্ঠ যুগ্ম মহাসচিব বলেন, কত সংগ্রাম, চড়াই-উতরাই, স্বৈরাচারের কত উৎপীড়ন সহ্য করেছে সে। সেই

নেতৃত্বকে আমরা বাঁচাতে পারিনি। এই যে মৃত্যু, এই যে লাশ, এই যে দাফন– এর মধ্য দিয়ে আমাদের জীবন কাটছে।

জাসাসের জ্যেষ্ঠ যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক জাকির হোসেন রোকনের পরিচালনায় এ অনুষ্ঠানে যুক্তরাষ্ট্র থেকে টেলিফোনের মাধ্যমে যোগ দিয়ে সংক্ষিপ্ত বক্তব্য দেন সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক হেলাল খান।

অন্যদের মধ্যে ইয়ুথ বাবু, রফিকুল ইসলাম, জাহাঙ্গীর আলম রিপন, মীর সানাউল হক, হাসান চৌধুরী, আরিফুর রহমান মোল্লা, আবদুল হান্নান মাসুম, রফিকুল ইসলাম স্বপন, চৌধুরী আজহার আলী শিবাসানু, মিজানুর রহমান প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন। সূত্র-যুগান্তর

হাতের তালু দিয়ে আকাশ ঢাকা যায় না: বিএনপিকে কাদের

প্রতিটি বিষয়ে সরকারের সমালোচনা আর মিথ্যাচার করা বিএনপির চিরায়ত ঐতিহ্য বলে মন্তব্য করেছেন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক এবং সড়ক পরিবহন ও সেতুমন্ত্রী ওবায়দুল কাদের।

বিএনপি মহাসচিবের উদ্দেশে তিনি বলেন, হাতের তালু দিয়ে আকাশ ঢাকা যায় না, বিএনপি না দেখলেও দেশের মানুষ সরকারের মানবিক সহায়তার কার্যক্রম দেখছে এবং উপকৃত হচ্ছে। বন্যা নিয়ে সরকারি কার্যক্রমে বিএনপি মহাসচিবের বক্তব্যের জবাবে তিনি মঙ্গলবার সকালে সচিবালয়ে রাজধানীতে নিজ দফতরে ব্রিফিংয়ে এসব কথা বলেন।

‘বন্যা সরকারের নতজানু পররাষ্ট্রনীতির ফল’- বিএনপি মহাসচিবের এমন বক্তব্য প্রসঙ্গে ওবায়দুল কাদের বলেন, প্রাকৃতিক দুর্যোগ নিয়েও মিথ্যাচার ও অপরাজনীতির বৃত্ত থেকে বিএনপি বেরিয়ে আসতে পারেনি।

সড়ক পরিবহন ও সেতুমন্ত্রী পাল্টা প্রশ্ন করে মির্জা ফখরুলের কাছে জানতে চান, তা হলে কি সম্প্রতি চীন, জাপান ও আসামের বন্যাও নতজানু পররাষ্ট্রনীতির ফল?

বিএনপির আমলে যে বন্যা হয়েছিল, তাও কি নতজানু পররাষ্ট্রনীতির কারণে হয়েছিল?

আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক বলেন, বিএনপি মহাসচিব বন্যার্তদের সহায়তায় সরকারের কোনো ধরনের প্রয়াস চোখে দেখেন না বলে খুঁজে পাচ্ছেন না। গুলশানে বসে বসে প্রেস ব্রিফিংয়ে মিথ্যাচার করলে দেখার কথাও নয়; কারণ বন্যা গুলশানে নয়, দেশের ৩১ জেলাকে প্লাবিত করেছে।

আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক বলেন, হাতের তালু দিয়ে আকাশ ঢাকা যায় না। বিএনপি না দেখলেও দেশের মানুষ সরকারের মানবিক সহায়তার কার্যক্রম দেখছে এবং উপকৃত হচ্ছে।

দেশের ৩১ জেলায় বন্যার্তদের সহায়তায় এক হাজার ৬০৩টি আশ্রয়কেন্দ্র খোলা হয়েছে। এসব আশ্রয়কেন্দ্রে প্রায় ৯০ হাজার মানুষ আশ্রয় নিয়েছেন বলে জানান মন্ত্রী।

তিনি বলেন, সরকারের পাশাপাশি আওয়ামী লীগও দুর্গত মানুষের পাশে মানবিক সহায়তা নিয়ে দাঁড়িয়েছে।

ওবায়দুল কাদের বিদেশগামীদের করোনা পরীক্ষা নিয়ে এখনও কিছুটা বিভ্রান্তি রয়ে গেছে জানিয়ে বলেন, অনেকেই টিকিট জমা দিয়ে ৪৮ থেকে ৭২ ঘণ্টা আগে নমুনা দিচ্ছেন পরীক্ষার জন্য। আবার কেউ কেউ ২৪ ঘণ্টা আগে রিপোর্ট পাচ্ছেন, কেউ পাচ্ছেন না। তাই বিদেশগামীদের ভোগান্তি কমাতে একটি যৌক্তিক সময় নির্ধারণে সংশ্লিষ্টদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন তিনি।

এর আগে বাংলাদেশে নিযুক্ত ভারতের হাইকমিশনার রীভা গাঙ্গুলী দাস সচিবালয়ে সড়ক পরিবহন ও সেতুমন্ত্রী ওবায়দুল কাদেরের সঙ্গে এক সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন।

এ সময় রীভা গাঙ্গুলী দাস বলেন, বাংলাদেশ-ভারত সম্পর্ক অতীতের যে কোনো সময়ের চেয়ে এখন অধিকতর উঞ্চ, সৌহার্দপূর্ণ।

সড়ক পরিবহন ও সেতুমন্ত্রী বাংলাদেশে অবস্থানকালে এবং সড়ক অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্পসমূহ এগিয়ে নিতে ভারতের হাইকমিশনারকে ধন্যবাদ জানান। সূত্র-যুগান্তর

গাংনীতে ছাত্রলীগ উদ্যোগে বৃক্ষরোপণ কর্মসূচির উদ্বোধন

গাছ লাগান পরিবেশ বাঁচান এ শ্লোগানকে সামনে নিয়ে মুজিববর্ষ উপলক্ষে মেহেরপুর জেলা ছাত্রলীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক সোহরাব আলী সবুজের উদ্দ্যোগে গাংনীতে গাছের চারা রোপন করা হয়েছে।

সোমবার দুপুরে গাংনী উপজেলার হিজলবাড়িয়া মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে এ গাছের রোপন করার মধ্যে দিয়ে এ কর্মসূচীর উদ্বোধন করা হয়। মেহেরপুর জেলা ছাত্রলীগের সভাপতি আব্দুস সালাম বাঁধপনা নির্দেশনায়¡ হিজলবাড়িয়া মাধ্যমিক বিদ্যালয় ফুটবল মাঠ সংলগ্ন জনতা ক্লাবে বৃক্ষরোপণ করা হয়।

আমন্ত্রিত অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন,মেহেরপুর জেলা আওয়ামী স্বেচ্ছাসেবকলীগের যুগ্ন আহবায়ক আরিফুল ইসলাম সোবাহান। কর্মসূচীর শুভ উদ্বোধন করেন সাবেক ছাত্রলীগ নেতা মোঃ আব্দুস সামাদ সোহাগ।

এসময় মেহেরপুর জেলা ছাত্রলীগের সহ-সভাপতি মোঃ শাহজাহান আলী,ফিরোজ আহম্মেদ, যুগ্ম -সাধারণ সম্পাদক ডালিম রানা,সাংগঠনিক সম্পাদক সাইফ হাসান কৌশিক, গাংনী পৌর ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক, ওয়ালিদ আল জাবির প্লাবন।

গাংনী উপজেলা ছাত্রলীগের সাবেক যুগ্ম -সাধারণ সম্পাদকঃ আসিফ ইকবাল অনিক,ছাত্রলীগ নেতা আবির, হিজলবাড়িয়া জনতা ক্লাবের সদস্য মো: নাজমুল হোসেন,সোহেল রানা স্বপন,শান্ত,রিফাজ,উজ্বল,শাহীন, সাইদ,রতন,মৃদুল,পল্লব,রিকো সহ বিভিন্ন পর্যায়ের নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

এক দশকেও তিস্তা চুক্তি করতে পারেনি সরকার: মির্জা ফখরুল

দেশে বন্যার জন্য সরকারের নতজানু পররাষ্ট্রনীতিকে দায়ী করেছেন বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর।

তিনি বলেছেন, তিস্তার চুক্তির কথা ফলাও এই সরকার প্রচার করলেও গত এক দশকে সে চুক্তি করতে সক্ষম হয়নি। উজানে ভারত থেকে নেমে আসা পানিতে নদী অববাহিকার মানুষ সর্বস্বান্ত হচ্ছে।

সোমবার এক ভার্চুয়াল সংবাদ সম্মেলনে বিএনপি মহাসচিব এসব কথা বলেন।

তিনি বলেন, দেশের মানুষকে আশা দিয়ে এক দশকেও সরকার তিস্তা চুক্তি করতে পারেনি। অথচ একের পর এক ট্রানজিট, বন্দর ব্যবহার, বিদ্যুৎ ক্রয়সহ অসংখ্য অসম চুক্তি স্বাক্ষর করেছে।

বিএনপি মহাসচিব বলেন, ভারত অভিন্ন নদীগুলোর সকল বাঁধ-ব্যারেজের গেট খুলে দেয়ায় উজান থেকে নেমে আসা বন্যার পানিতে বাংলাদেশের ব্রহ্মপুত্র, যমুনা, মেঘনা, মহানন্দ, পদ্মা, তিস্তা ও ধরলা নদীর অববাহিকায় ৩৪টি জেলা ইতোমধ্যেই প্লাবিত হয়েছে।

তিনি বলেন, কয়েকটি জেলায় এক মাসের মধ্যে ২-৩বার বন্যার পানি উজান থেকে এসে বাড়ি-ঘর, ফসলের ক্ষেত ভাসিয়ে নিয়ে গেছে।

‘ভারতের সঙ্গে অভিন্ন নদী ১৫৪টি। একমাত্র পদ্মার ফারাক্কা বাঁধ ব্যতীত কোনটারই কোনো পানি বণ্টন চুক্তি ভারতের অনীহার কারণে সম্পূর্ণ হয়নি’।

দেশের বন্যা পরিস্থিতির কথা তুলে ধরে মির্জা ফখরুল আরও বলেন, একদিকে করোনাভাইরাস মোকাবেলায় সরকারের চরম ব্যর্থতা মানুষের জীবন ও জীবিকাকে বিপন্ন করে তুলেছে, অন্যদিকে উজানে ভারত থেকে বন্যার পানি নেমে আসায় সম্পদহানি, বাড়িঘর ভেঙে যাওয়া, গবাদি পশুর মৃত্যু, ফসলহানি দেশের মানুষকে সীমাহীন কষ্ট ও অর্থনৈতিক অসহায়ত্বের মধ্যে ফেলেছে।

সূত্র- যুগান্তর

না ফেরার দেশে নওগাঁর এমপি ইসরাফিল

নওগাঁ জেলা আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ও নওগাঁ-৬ (আত্রাই-রানীনগর) আসনের এমপি ইসরাফিল আলম ১১ দিন চিকিৎসাধীন থাকার পর অবশেষে মারা গেলেন।

সোমবার সকাল সোয়া ৬টার দিকে ঢাকার স্কয়ার হাসপাতালে চিকিৎসাধীন তিনি মৃত্যুবরণ করেন (ইন্না লিল্লাহি … রাজিউন)।

তীব্র শ্বাসকষ্ট নিয়ে তিনি গত ১৭ জুলাই থেকে স্কয়ার হাসপাতালে ভেন্টিলেশনে ছিলেন। তিনি স্ত্রী, দুই মেয়ে ও এক ছেলেসহ অসংখ্য গুণগ্রাহী রেখে গেছেন।

রানীনগর উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান ও উপজেলা আওয়ামী লীগের সহসভাপতি আনোয়ার হোসেন হেলাল যুগান্তরকে বলেন, গত ৬ জুলাই অসুস্থতা নিয়ে তিনি প্রথম ঢাকার স্কয়ার হাসপাতালে ভর্তি হয়েছিলেন। তখন তার করোনা ধরা পড়ে। সেখানে কিছু দিন চিকিৎসা নেয়ার পর তিনি বাড়ি চলে যান। পরে পরীক্ষা করে করোনা নেগেটিভ আসে। এ অবস্থায় গত ১৭ জুলাই আবার অসুস্থ হয়ে পড়লে তাকে স্কয়ার হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। গত শুক্রবার রাত ১১টা দিকে তার প্রচণ্ড শ্বাসকষ্ট দেখা দিলে তাকে ভেন্টিলেশন সাপোর্ট দেয়া হয়।

তিনি বলেন, বাড়িতে নিয়ে আসার পর ১৭ জুলাই তার কাশির সঙ্গে রক্ত আসে। ওই দিন আমরা তাকে রাজধানীর স্কয়ার হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। তার অবস্থা খুবই সংকটাপন্ন বলে চিকিৎসকরা জানিয়েছিলেন। সোমবার সকালে তিনি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন মারা যান।

উল্লেখ্য, ১৯৬৭ সালে রানীনগর উপজেলার গোনা ইউনিয়নের ঝিনা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। ২০০৮ সালে আওয়ামী লীগ থেকে মনোনয়ন পেয়ে বিপুল ভোটে বিজয়ী হন তৎকালীন ঢাকা মহানগর শ্রমিক লীগের সাধারণ সম্পাদক ইসরাফিল আলম। তার প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন সাবেক প্রতিমন্ত্রী আলমগীর কবীরের ছোট ভাই বিএনপির কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য মুক্তিযোদ্ধা আনোয়ার হোসেন বুলু।

এর পর ২০১৪ সালে দশম জাতীয় সংসদে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় এবং একাদশে সাবেক প্রতিমন্ত্রী আলমগীর কবীরকে পরাজিত করে নির্বাচিত হন ইসরাফিল আলম।

সূত্র- যুগান্তর